বঙ্গবন্ধু সোসাইটি অস্ট্রেলিয়ার আলোচনা সভা

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বাংলাদেশকে অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী এম পি-দের পরিপূর্ণ সমর্থন

গত ২৬শে এপ্রিল, শুক্রবার, স্থানীয় ম্যাকুইরীফীল্ড কম্যুনিটি হলে বঙ্গবন্ধু সোসাইটি অস্ট্রেলিয়া আয়োজিত এক আলোচনা সভায় অস্ট্রেলিয়া ফেডারেল পার্লামেন্টের দুই শক্তিশালী এম পি বর্তমান বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধের বিচারে গঠিত ট্রাইবুনালের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, আমরা জানি ৭১-এ বাংলাদেশে কি হয়েছিলো এবং অস্ট্রেলিয়া যে কোনো যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে। মানবতার বিরুদ্ধে এই বিচারের প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সম্পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে তারা বলেন, প্রতিবাদের ভাষা হওয়া উচিত শান্তিপূর্ণ। গনজাগরন মঞ্চ ও বাংলাদেশের মানুষের শান্তিপূর্ণ দাবীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক শক্তির ধবংসাত্বক ভাষা বাংলাদেশ শুধু নয়, এই এলাকার শান্তি, সমৃদ্ধির জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর।

সাম্প্রতিক এই দুঃসহ সময়ে, বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় শক্তির উত্থানের প্রতিবাদে এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে বঙ্গবন্ধু সোসাইটির এই আলোচনা সভায় সহযোগিতা করে গনজাগরন মঞ্চ অস্ট্রেলিয়া। স্থানীয় যুবলীগের নেতাকর্মী সহ আমন্ত্রিত অতিথিদের ব্যাপক জমায়েত হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পার্লামেন্টের প্রভাবশালী এম পি মিশেল রোলেন্ড এবং এম পি ও অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কমিটির সভাপতি লরি ফারগুসন। মিশেল রোলেন্ড এই সম্পর্কিত একটি লিখিত স্টেটমেন্টও দেন। বিবৃতি ও বক্তৃতায় তিনি বলেন, তিনি নিজে তৃতীয় বিশ্বের এই জনদরদী ও জাতীয়তাবাদী মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। ১৯৭১ সালে ঘটে যাওয়া গনহত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, এবং ১ কোটিরও বেশী রিফিউজির এই মর্মান্তিক ঘটনা ইতিহাসে বিরল। এর বিচারে যে ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে তার প্রতি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সাধারন মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠা গনজাগরন মঞ্চের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের প্রতিবাদে জামাতের হিংসাত্বক ও ধবংসাত্বক আচরণ আমাদের একটি মিলিশিয়া বাহিনীর চরিত্র মনে করিয়ে দেয়। অবিলম্বে এই ধবংসাত্বক কারজ্যক্রম বন্ধ হওয়া উচিত এবং গনতন্ত্রকে তার নিজ গতিতে চলতে দেয়া উচিত।

এম পি লরি ফারগুসন বলেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। স্থানীয় বাংলাদেশীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, পরিবার বান্ধব এবং রাজনীতি সচেতন। অস্ট্রেলিয়ান সাধারন মানুষ, এমনকি এম পি-দের বাংলাদেশ সম্পর্কে জ্ঞান কম থাকায় অনেকে বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল, মুক্তিযুদ্ধ ও গনহত্যা নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আমাদের সামনে তাদের বক্তব্য রেখেছে এবং আমরা এই ট্রাইবুনাল সমর্থন করি ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত হোক তা আমরাও চাই। একথাও বলতে চাই, যে কোনো প্রতিবাদের ভাষা হতে হবে শান্তিপূর্ণ, নতুবা তা আন্তর্জাতিক পরিবার থেকে সমর্থন পাবে না। বাংলাদেশ ইদানিং খুব ভালো উন্নতি করেছে যা চোখে পড়ার মতো, কোনোভাবেই বাংলাদেশের মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া যাবে না এবং গণতন্ত্র ব্যাহত হলে তা কারো জন্যই সুখোকর হবে না।

গনজাগরন মঞ্চের কর্মী ও কলামিস্ট শাখাওয়াত নয়ন বলেন, জনগনই শেষ কথা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। সাম্প্রদায়িক শক্তির হুমকি এবং ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী মেনে নেবে না।

বঙ্গবন্ধু সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ নুর উর রহমান খোকন তার বক্তব্যে বলেন, স্যেকুলার বাংলাদেশ আমাদের শান্তি, সমৃদ্ধি ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে দেবে। বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালী কোনো দিনও ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি সহ্য করবে না এবং বাংলাদেশকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই উন্মাদ চিন্তা বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়ার সাধারন সম্পাদক আনিসুর রহমান রিতু বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর চেতনাই আমাদের শেষ ভরসা বলে আবার প্রমানিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনই হবে আমাদের ম্যান্ডেট এগিয়ে যাওয়ার। গনজাগরন মঞ্চ তথা সমগ্র বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে অস্বীকার করে মধ্যযুগীয় শক্তি বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ হবে এবার।

বাঙ্গালী কম্যুনিটির প্রথম কাউন্সিলর প্রবীর মৈত্র বলেন, যেকোনো দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তি একটি ভয়াবহ পরিনতি বয়ে নিয়ে আসে। সমাজ, ধর্ম, পরিবার, অর্থনীতি সবই ধ্বংস করে মধ্যযুগীয় এই কম্যুনাল ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে ধর্ম এবং সামরিক শক্তি বরাবরই ব্যর্থ।

গনজাগরন মঞ্চের শাহরিয়ার পাভেল বলেন, কোনোভাবেই বাংলাদ দামাল যুব সমাজ হার মানবে না এই সাপ্রদায়িক পশু শক্তির কাছে এবং আমরা জয়ী হবোই।

রাজন নন্দী গনজাগরন মঞ্চের কাজ ব্যাখ্যা করেন অতিথিদের সামনে এবং বলেন, তারুন্যের এই গনতান্ত্রিক শক্তি সেক্যুলারিজমের প্রতিনিধিত্ব করে।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাধারন সম্পাদক হারুন রশীদ আজাদ বলেন, অস্ট্রেলিয়াকে অবশ্যই দ্বায়িত্ব নিয়েই বলতে হবে বাংলাদেশের ব্যাপারে, কেননা, অস্ট্রেলিয়া পাশ্চ্যাত্য দেশ গুলোর মধ্যে প্রথম যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলো এবং আমাদের পারস্পারিক সম্পর্ক একই মর্যাদার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

এম পি মিশেল রোলেন্ড-এর লিখিত বক্তব্যটি পাঠ করেন গনজাগরন মঞ্চের জন প্রভুদান। আরো বক্তব্য রাখেন যুবলীগ সাধারন সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান শামীম, গনজাগরন মঞ্চের শীরশেন্দু নন্দী, যুবলীগ নেতা আরাফাত মজুমদার প্রিন্স, সাঈফ রানা, সুব্রত পাল, আব্দুর রউফ । বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করে সাম্প্রদায়িক শক্তির উম্মাদনা বাংলাদেশকে ধর্মীয় সন্ত্রাসের চারনভুমীতে পরিনত করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ লাভলী রহমান। বঙ্গবন্ধু সোসাইটির সভাপতি আব্দুল জলিল বলেন, জাতির এই দুর্দিনে ঐক্যবদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সেনানীদের এগিয়ে আসতে হবে এবং তিনি বিষয় ভিত্তিক এই ধরনের আলোচনা সভায় অংশগ্রহনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

গনজাগরন মঞ্চের জাগরনী গান পরিবেশন করেন শীরসেন্দু নন্দী ও জন প্রভুদান। আলোচনা অনুষ্ঠানে আগামী দিনগুলোর কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়।

Meeting to Say NO to recent emergence
of Medieval Communal Force and YES
to Trials of War Criminals and Crimes
against Humanity in Bangladesh.
STOP
Date: 26th April 2013, Friday
Venue: Macquarie Fields Community Hall

Meeting to Say NO to recent emergence
of Medieval Communal Force and YES
to Trials of War Criminals and Crimes
against Humanity in Bangladesh.
STOP
Medieval Force
Date: 26th April 2013, Friday
Venue: Macquarie Fields Community Hall

Meeting to Say NO to recent emergence
of Medieval Communal Force and YES
to Trials of War Criminals and Crimes
against Humanity in Bangladesh.
STOP
Date: 26th April 2013, Friday
Venue: Macquarie Fields Community Hall